148

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ··· 16 FEB 1998 ··· ···
পৃষ্ঠা ৩ ··· কলাম ··· ২ ······

রবিবার গাজীপুরস্থ ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন দাবি আদায়ে ইনস্টিটিউট অবরোধ করে রাখে —জনকণ্ঠ

১৪ দফা দাবিতে আইআইটি ছাত্রদের ক্লাস বর্জন ॥ গেটে তালা ঝুলিয়ে অবরোধ

মোস্তাফিজুর রহমান টিটু, *গাজীপুর থেকে*

সেমিস্টারের সময়সীমা বর্ধিতকরণসহ ১৪ দফার দাবিতে গাজীপুরের বোর্ড বাজারস্থ আইআইটি (ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি)-র ছাত্ররা প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন করছে। প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ছাত্রদের দাবিপত্র গ্রহণ না করে ফিরে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জানা গেছে, ও আইসি'র আওতাভুক্ত আইআইটির ছাত্ররা তাদের দীর্ঘদিনের দাবি নিয়ে গত ক'দিন যাবত কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতে চায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মহা পরিচালক ছাত্রদের সাথে কোন আলোচনায় বসেননি। ফলে ছাত্ররা রবিবার হতে সকল ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বর্জন শুরু করেছে এবং ভোর ৬টায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ছাত্ররা মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানে প্রবেশে বাধা দেয়। ছাত্ররা জরুরী বিভাগ ব্যতিরেকে সকল বিভাগের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এদিকে বেলা ১১টায় মহাপরিচালক প্রধান গেটে এলে ছাত্রদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন এবং ছাত্ররা দাবিপত্র পেশ করতে চাইলে তিনি গ্রহণ না করে ফিরে যান।

অভিযোগে জানা গেছে, দীর্ঘ দিন হতে ছাত্ররা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি হতে বঞ্চিত। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের দাবিকে অগ্রাহ্য করে আগের চেয়ে ২ সেমিস্টারের সময়সীমা ৭ মাসে হ্রাস করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বন্ধের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি বিষয় গড়ে ৯ দিনে নামে মাত্র শেষ করা হয়। তাছাড়া রক্তকালীন সময়ে বাংলাদেশের ছাত্ররা হোস্টেল ত্যাগে বাধ্য হওয়ায় লেখাপড়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। অভিযোগে আরও জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানে তুলনামূলক স্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা কম। সম্পূর্ণ নবীন ও অনভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদানের কারণে ছাত্ররা শিক্ষার অনেক বিষয়বস্তু হতে বঞ্চিত হচ্ছে। কারিগরিমূলক এ প্রতিষ্ঠানের পাঠাগারে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই, গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির প্রচুর অভাব রয়েছে। তাছাড়া পরপর ৪ দিনে মোট ৮ পরীক্ষা গ্রহণ করায় ছাত্রদের পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয় না, যা বুয়েটসহ পাশাপাশি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে করা হয় না। এছাড়াও ছাত্রদের মাঝে নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। আবাসিক সমস্যাও রয়েছে প্রকট। ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রতিষ্ঠানের কোন সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি পায়নি। ফলে প্রতিনিয়ত শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে। ছাত্রদের মতে, কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে গৃহীত হঠকারী সিদ্ধান্তবলী অন্যায়ভাবে ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে ছাত্রদের সাথে কর্তৃপক্ষ যোগাযোগের পদ্ধতি/ব্যবস্থা না রাখায় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

এ ঘটনার পরপরই ফিলিস্তিনসহ বাংলাদেশে অবস্থানকৃত ওআইসিভুক্ত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন এবং ছাত্রদের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। বর্তমানে ছাত্ররা পালাক্রমে গেটে অবস্থান করছে।

উল্লেখ্য, ওআইসির আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩০টি মুসলিম রাষ্ট্রের ৪শ' ছাত্র লেখাপড়া করছে। তন্মধ্যে দেড় শ' ছাত্র রয়েছে বাংলাদেশের। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিদেশী ছাত্ররা হতাশায় ভুগছে।